শ্রবন লালা, (দ্বিতীয় অংশ) চিনাকুড়ি

প্রশ্ন ঃ আপনার নামটা একটু বলুন।

উত্তর ঃ শ্রবন লালা।

প্রশ্ন ঃ আপনি কিভাবে এখানে এলেন?

উত্তর ঃ আমার বাবা ঝাড়খণ্ডে থাকেন। আমি এই কোলিয়ারিতে ১৯৭৪ সালে এসেছি। প্রথমে তো ঠিকাদারের অধীনে কাজ করতাম। ১৯৭৪ - ৮১ পর্যন্ত আমি কনট্রাক্ট লেবার ছিলাম এখানেই। তারপর আমি ১৯৮১ এপ্রিলে ক্যাজুয়েল হই।

প্রশ্ন ঃ কোলিয়ারির কাজে কিভাবে যোগাযোগ হল?

উত্তর ঃ আমি এই কোলিয়ারির কথা জানতাম কারণ আমার বাবা এখানে কাজ করতেন। সেই আসা-যাওয়া শুরু হয়। বিয়ে হল - এইভাবেই যোগাযোগ হয়। আসার পর বাবা কাজে নিযুক্ত করে দেন। পরে আমাদের জয়ন্ত পোদ্দার কাজে নিযুক্ত করেন। জয়ন্ত পোদ্দারকে জানেন?

প্রশ্ন ঃ হ্যাঁ। --- জেনারেল সেক্রেটারী। ঠিকাদারীতে আপনি কবে নিযুক্ত হলেন?

উত্তর ঃ ১৯৭৫-৮১ পর্যন্ত কনট্রাক্ট লেবার ছিলাম। এপ্রিল মাসে আমি ক্যাজুয়েল হলাম। ৩ বছর ছিলাম ১৯৮৪ সালের ১ মে পারমানেন্ট হলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনি দেশে যান?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। বাবা এখন দেশে আছে চাষবাস করেন।

প্রশ্ন ঃ বছরে কতবার যান?

উত্তর ঃ চার পাঁচ বার যাই। পরিবারের সবাই আছে। আমরা চার ভাই এক বোন। সব ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। আমি সবার বড়। আমার চেয়ে ছোট যে সে বাড়িতেই থাকে টিচার্স ট্রেনিং নিয়েছে। ওর চেয়ে ছোট যে চাষবাস দেখাশোনা করে। সবচেয়ে যে ছোট সে ঝাড়খণ্ডে পুলিশে আছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি উৎসবের দিন গুলো কোথায় কাটান এখানে না দেশে?

উত্তর ঃ এখানেও কাটাই দেশেও কাটাই। যেমন - দুর্গাপূজায় এখানে থাকি কিন্তু আমাদের হোলি ছট্ পূজায় বাড়ি যাই। দুর্গাপূজায় এখানেই থাকি বাড়ির সবাই এখানে চলে আসে। এখানে দুর্গাপূজা ভাল হয়। ভারতরে মধ্যে বিখ্যাত পূজা।

প্রশ্ন ঃ সবাই একসাথে দুর্গাপূজা কাটান।

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ আর হোলি বা ছট্ পূজা?

উত্তর ঃ তখনও একসাথে কাটাই। কারণ আমার প্রধান উৎসব আমি পরিবারের সবার সাথে কাটাতে চাই।

প্রশ্ন ঃ আপনার পরিবারে কে কে আছে?

উত্তর ঃ চারটে মেয়ে একটা ছেলে। তিনটে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বিহারেই সবার বিয়ে হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ওরা কতদুর পড়াশুনা করেছে?

উত্তর ঃ মেয়েরা ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছে। ছেলে এখন ক্লাস টেনে পড়ছে। সবাই এখানে পড়েছে। ছোট মেয়ে এখন ক্লাস নাইনে পড়ে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কতদুর পড়েছেন?

উত্তর ঃ ক্লাস টেন।

প্রশ্ন ঃ তারপর পড়েননি কেন?

উত্তর ঃ পরিবারের বড় ছেলে ছিলাম। দায়িত্ব ছিল। তাই ভাবলাম আমাকে কোথাও না কোথাও চাকরি করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আর চাষবাস?

উত্তর ঃ চাষবাস করলে হবে? চাষবাসেও তো টাকার প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি প্রথম যখন ঠিকাদারি কাজে এলেন তখনকার কথা কিছু মনে আছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। তখন অনেক বিপদজনক কাজ করতে হত। খনিতে এক ধরণের মজবুত পাথর পাওয়া যায় ছুরি মতো কয়লার খাজেখাজে থাকে তাকে তুলতাম। এয়ার ক্রসিং বানাতাম। এয়ার ক্রসিংর জন্য আলাদা আলাদা সুড়ঙ্গ বানাতে হত। এসব কাজ ঠিকাদারীতেই হত। আমরা কাজ করতাম। এইসব বিপদজনক কাজ করতে হত।

প্রশ্ন ঃ ন্যাশেনালাইজের পরও করতে হত?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। তখনও এইধরণের কাজ ঠিকাদারিতেই হত।

প্রশ্ন ঃ মজুরী কত দেওয়া হত?

উত্তর ঃ সে সময় মজুরী খুব কম দেওয়া হত। ই সি এল-র চেয়ে কম ছিল।

প্রশ্ন ঃ কত কম ছিল?

উত্তর ঃ ই সি এল-র ১০.৩৬ টাকা বেসিক ছিল আর আমাদের প্রতিদিন সাত টাকা ছিল। ছ'মাস পরে এক মাসের টাকা পাওয়া যেতো। ভীষণ অসুবিধে হত। অন্য কোন সুবিধে ছিল না।

প্রশ্ন ঃ এতো দিন পর্যন্ত ঠিকাদারী ছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ১৯৭৫ থেকে সেখানে যে ঠিকাদার ছিল শেষ পর্যন্ত ঠিকাদারী ছেড়ে দেয়। আমরা তখন ১৮-১৯ জন করে (১৫০-২০০ জন ছিলাম) একে একে অর্ডার নিতাম। কোন ঠিকাদার ছিল না। পাঁচজন মিলে ওয়ার্ক অর্ডার সই করত। যা টাকা পেতাম আমরা সমান ভাগে ভাগ করে নিতাম। এভাবে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত চলে।

প্রশ্ন ঃ ঠিকাদার কেন পালাল?

উত্তর ঃ আমাদের ভাল রেটে টাকা দিতো না। সারাবছর পরে টাকা দিত। আমরা টাকা চাইলাম তো পালাল। আমাদের ঠিকাদারই কেবলমাত্র পালিয়ে ছিল?

প্রশ্ন ঃ আর সেই সময়কার আন্দোলন? সেই সময়কার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে কিছু মনে আছে?

প্রশ্ন ঃ ১৮-১৯ জনের একটি দল নিয়ে তখন কাজ করতাম কারণ কুড়ি জনের ওপরে হলে লাইসেন্সের প্রয়োজন ছিল। যারা মাসের রোজগার অফিসে হিসেব হত। তারপর আমরা সমান ভাগে ভাগ করে নিতাম।

১৯৭১ সাল থেকেই জয়ন্ত পোদ্দার নিয়ম বা আইনের জন্য লড়াই করছিল। অফিসারদের সাথে ও যোগাযোগ করত। আমরা অনশন ধর্মঘট করেছিলাম। ১৯৭৭ সালে চিনাকুড়িতে ৪৬ দিন অনশন ধর্মঘট করেছিলাম প্রায় ১৫০-২০০ জন আন্দোলনকারী এতে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই সময় একটা চুক্তি হয় যে বাইরের শ্রমিক নেওয়া হবে না ঠিকাদারদের দেওয়া হবে। তখনই ঠিকাদার পালিয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ স্থায়ী শ্রমিক হবার পর আপনি কোন কাজে নিযুক্ত হলেন?

উত্তর ঃ ক্যাজুয়েল লেবারের কোন ক্যাটাগরি হয় না। তখন আমরা পিস রেট লেবার বলতাম। তিন বছর ছিলাম। ক্যাজুয়েলদের ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের যা কাজ আসবে তাই আপনাকে দিয়ে করাবে, আণ্ডার গ্রাউণ্ডে। তারপর পিস রেট মজুর, তখন ওরা যা চাইবে তাই করাবে। যেখানে যা কাজের প্রয়োজন হবে সেখানেই তাই করাবে। ছুতার মিস্ত্রী থেকে শুরু করে সব কাজে লাগান হত। খনিতে মানুষকে সবধরণের কাজ জানতে হয়। পিসরেট মানে ও যতটা কাজ করবে ততটাই টাকা পাবে। তবে একটা টার্গেট থাকে সেটা ওকে করতেই হবে -- তার বেশী করলে সেটার পয়সা পাবে। পিসরেট শ্রমিকের ক্ষেত্রেও যেখানে দরকার সেখানেই ডেকে পাঠাবে।

প্রশ্ন ঃ এখন কি মনে করেন তখন যে ঠিকাদারী প্রথার জন্য অনশন করেছিলেন, আন্দোলন করেছিলেন এখন তার কোন সম্ভাবনা আছে? ঐ যে আউটসোর্সিং প্রথা শুরু হয়েছে ঠিকাদারী প্রথায় লোকে কাজ করে --

উত্তর ঃ এখন নতুন লোক নিযুক্ত করা হয়নি বা আমরা আউটসোর্সিংর বিরুদ্ধে আছি। আমাদের ইউনিয়নই আউটসোসিং বিরুদ্ধে সেখানে আমিও আছি। আউটসোর্সিং হওয়া উচিত নয়। ই সি এল-র নিজস্ব খনি চালু করা উচিত। খনি চালু হলে শ্রমিকের প্রয়োজন হবে নতুন লোক নিযুক্ত করা হবে। কোল ইণ্ডিয়ার প্রটেকশান করার ক্ষমতা আছে করবে। নতুন লোক নিযুক্ত করা হবে নতুন মেশিনারী আসবে। নতুন জিনিষ হবে। নতুন খনি হবে। এখনতো ঠিকাদারী শ্রমিক খনিতে কাজ করে তাদের সরকারি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

প্রশ্ন ঃ কেন?

উত্তর ঃ আমাদের কোন শ্রমিককে ম্যানেজমেন্ট দাবিয়ে রাখতে পারবে না। যেমন ধরুন এখন খনিতে আটজন শ্রমিকের দরকার আছে সেখানে চার জন নেয়। তখন শ্রমিকরা প্রতিবাদ (সরকারী হলে) করবে। অনেক ধরণের সমস্যা আছে। যেমন ধরুন যদি এক ক্যাটাগরির লোককে চার ক্যাটাগরির পয়সা কাজ করান হয় তাহলে তাকে চার ক্যাটাগরি দেওয়া উচিত। ট্রান্সফারের ও অনেক সমস্যা আছে।

প্রশ্ন ঃ অন্যকোন কাজ আপনাদের ইউনিয়ন করে -- মদ বিষয়ে বা অন্যান্য বিষয়ে সচেতন করতে? মনে করুন নতুন কোন নিয়ম এল তখন সেটা জানালেন বা জনগণকে সচেতন করতে কি ধরণের কাজ করেন?

উত্তর ঃ আমাদের ইউনিয়নে নতুন কোন কাজ হলেই হেড অফিসে আমাদের ডাকা হয় এবং আমাদের জানান হয়, ওখান থেকেই আমরা নতুন সব কিছু জানতে পারি। আমাদের বলা হয় কি করতে হবে। ওখান থেকে সব নির্দেশ দেওয়া হয় এবং শ্রমিকদের সব জানাতে হয়। আমরা মিটিং করে সবাইকে জানাই।

প্রশ্ন ঃ পাড়ায় পাড়ায় মিটিং করেন?

উত্তর ঃ আমরা নিজেরা নিজেদের ইউনিয়নে মাসে একটা মিটিং করি। সমস্ত সদস্য মিলে মিটিং করা হয় এবং তখন সবাই সবধরণের সমস্যার কথা বলেন তবে পাড়ায় পাড়ায় করা হয় না। আমি যে কলোনিতে থাকি সেখানেই ইউনিয়নের এ ধরেণর মিটিং হয় না।

প্রশ্ন ঃ কোন ইউনিয়ন পাড়ায় সবচেয়ে বেশী কাজ করে?

উত্তর ঃ কোন ইউনিয়নের পাড়ার প্রয়োজন হয় না। আমাদের কোয়াটারগুলো ম্যানেজমেন্টের। কাজেই সে বিষয়ে কোন সমস্যা হলে আমরা ম্যানেজমেন্টের কাছে যাই। কার ছাদ ভেঙ্গেছে, জল পড়ছে ইত্যাদি সমস্যার কথা ম্যানেজমেন্টকেই বলতে হয়।

প্রশ্ন ঃ অন্য ইউনিয়নের লোকরা আপনাদের কাছে আসে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ধরুন অন্য ইউনিয়নের লোকদের ধরে কাজ হল না তখন আসে।

প্রশ্ন ঃ আপনার ঠিকানা?

উত্তর ঃ গ্রামের নাম - হরতুয়া, পোঃ - সাংবাদ, পুলিশ স্টেশন - লেসলিগঞ্জ জেলা - মেদিনীনগর, ঝাড়খণ্ড।

প্রশ্ন ঃ আপনার কোন প্রশ্ন আছে?

উত্তর ঃ আপনি এতো কিছু জিজ্ঞাসা করছেন কি কারণে?